উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতি

wb‡qvM, e`jx, feb wbgvY, wgwWqv †m›Uvi wbgvY, †Rjvq †Rjvq †K›` wbgvY, we‡`k ågYmn Db¥³ wekwe`¨vj‡qi mKj Dbqb cK‡íB e¨vcK Awbq‡gi Awf‡hvM cvIqv hvq| AbmÜvb K‡i `bxwZi †mme wPÎB Z‡j G‡b‡Qb **খোন্দকার তাজ উদ্দিন**

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির হরিলুট চলছে। এখানে দুর্নীতি চলছে দুটি ধারায়। প্রথমটি হচ্ছে নিয়োগ-বদলিপদোন্নতির ক্ষেত্রে খোলাখুলি আত্মীয়করণ তথা দলীয়করণ বিশেষ করে জামায়াতীকরণ।

অপর দিকটি হচ্ছে নির্মাণ, গৃহসজ্জা, বাড়ি ভাড়া, আসবাব ও গাড়ি ক্রয়, জ্বালানি প্রভৃতিতে বিপুল ব্যয় ও আর্থিক অনিয়ম। উপাচার্য অধ্যাপক এম এরশাদুল বারীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সবকিছুতেই দুর্নীতির মহোৎসব চলছে। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন নেয়ার কথা থাকলেও উপাচার্য একক ক্ষমতাবলে স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে এ্যাডহক নিয়োগ দিয়েছেন। পরবর্তীতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিয়োগ বৈধ করেছেন।

বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছালে উপাচার্য ২০০৩ সালের ১৮ আগস্ট তার সপক্ষের ৩১৯ জন শিক্ষক-কর্মকর্তার স্বাক্ষর নিয়ে প্রতিলিপি পাঠান। যার একটি অংশে বলা হয়েছে, তার আমলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসদের শিক্ষক ও কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, স্বেচ্ছাচারিতা, জামায়াতীকরণের খোলাখুলি প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের বিরোধী পক্ষ অভিযোগ করেছে, 'আওয়ামী লীগ আমলে যেসব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বঞ্চিত হয়েছেন, তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে পদায়ন না করে উপাচার্য তার আত্মীয়স্বজন ও গৃহশিক্ষকসহ নিজস্ব লোকদের এ্যাডহকে নিয়োগ দিয়েছেন। উপরোক্ত দুটি বক্তব্য থেকে একই বক্তব্য প্রতিফলিত হয় যে উপাচার্য মেধা নয় রাজনৈতিক ও আত্মীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে নিয়োগ দিয়েছেন। আর এভাবে

Db¥³ wekwe`¨vjq K¨vúvm

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন দুর্নীতির উন্মুক্ত হাট।

নিয়োগ : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে শত শত পদ সৃষ্টি নিয়োগ, পদায়ন, প্রমোশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপাচার্যের ব্যাপক দুর্নীতি এখন ওপেন সিক্রেট। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ে সারা দেশে সাড়ে ৩ লাখ উচ্চশিক্ষার্থীর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর এরশাদুল বারী নিয়োগ পান বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এরপর থেকে নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করে কমপক্ষে ৬৩ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছেন। মেধা বা যোগ্যতা নয়, আত্মীয়তা ও জামায়াত পরিচয় এ নিয়োগের ভিত্তি। ফলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন জামায়াতের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। বাউবি জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম এখন জামায়াতের দখলে।

উপাচার্য বারী ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে নতুনভাবে যেসব পদ সৃষ্টি করেন এবং এডহকে নিয়োগ দেন, সেসব ক্ষেত্রে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। উপাচার্যের নিকটাত্মীয় প্রকৌশলী আল মামুন মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, পরিসংখ্যানবিদ হারুনর রশীদ, রিসার্স অফিসার নাজমুল আহসান তিনজনেরই স্থায়ী গ্রাম: শ্রীপতিপুর, ডাক মহিমাগঞ্জ, উপজেলা: গোবিন্দগঞ্জ, জেলা: গাইবান্ধা। উপাচার্য বারী কর্তৃক আত্মীয় হিসেবে আরো যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা হলেন- মোঃ মামুনুর রশীদ ভিসির মামাতো ভাই আবুজর গিফারী, মাহমুদুর রহমান, মাহফুজুর রহমান ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে, উম্মে হাবিব মোছা ফারজানা সুলতানা ফুফাতো ভাইয়ের মেয়ে, আনজুম আরা বেগম ফুফাতো ভাইয়ের শ্যালিকার মেয়ে, জাওয়াদুর রহমান ফুফাতো ভাইয়ের জামাই, নূর মোহাম্মদ প্রামাণিক, মেফতাহুল হক ভাগ্নে, সুপালচন্দ্র সরকার ভিসির ছেলেমেয়ে গৃহশিক্ষক, সোহেল রানা আবু মিয়া, মোঃ ওবায়দুর রহমান, মোঃ ইউসুফ (নিকটাত্মীয়)।

উপাচার্য কর্তৃক নিয়োগ, পদোন্নতি ও সুবিধাপ্রাপ্ত জামায়াত ইসলামীর নেতা-কর্মীরা হলো- ড. এ কিউ এম বজলুর রশীদ (জামায়াতের রোকন), কেন্দ্রীয় নেতা এবং জামায়াতের শিক্ষক সংগঠন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারির জাকারিয়া আহমেদ চিশতী (জামায়াত সমর্থক ও আহলে হাদিস নেতা), ড. মোঃ শামছুল হক মিয়া, ড. মোঃ মোর্শেদ আলী মাতব্বর, ড. খোন্দকার বুলবুল সারওয়ার, মোঃ চেঙ্গিস খান, মোঃ ছাইদুল হক, মোঃ জহির

রায়হান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ রকিবুর রহমান, মোঃ রেজাউল বারী, মোঃ জাফর আহমদ, মোঃ কামাল উদ্দিন, মোঃ মোতাহারুল ইসলাম, মোঃ আনসারুজ্জামান, ড. মোঃ মইনুল ইসলাম, ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ ফরিদুল ইসলাম, মোঃ আবুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ আসলাম, ইব্রাহিম খলিল, মোঃ খাইরুল ইসলাম, মোঃ সিদ্দিকুর রহমান- এরা সবাই শিবিরের সাবেক কর্মী বর্তমান জামায়াত ইসলামী সক্রিয় নেতা-কর্মী হিসেবে চিহ্নিত।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢালাওভাবে এডহক নিয়োগ ও জামায়াতের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এডহক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়টি জামায়াতীকরণ করা হয়েছে, এ বিষয় আমি তেমনি কিছু জানি না।'

প্রফেসর এরশাদুল বারী দায়িত্ব গ্রহণের পর বিএনপি সমর্থকদের সরিয়ে জামায়াত সমর্থকদের পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০০৩ সালের ৩ নবেম্বর এক অফিস আদেশের মাধ্যমে ৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়। গাজীপুর ক্যাম্পাস থেকে বিএনপি সমর্থকদের সরিয়ে জামায়াত নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসন করা হয়েছিল বলে বিএনপি সমর্থকরা মনে করেন।

বাউবির শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংগঠন জামায়াত দখল করে নিয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক (অর্থ) ও কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি জহুরুল ইসলাম বাংলাদেশ ইসলামিক থ্রট (বিআইটি) নামক সংস্থার মহাপরিচালক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা সমিতির সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান এবং কর্মচারী সমিতির সভাপতি রওশন আলী উভয়ে জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর দূরসম্পর্কের ভাতিজা।

জামায়াত কর্মীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রসঙ্গে প্রফেসর এরশাদুল বারী সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'কোনো অযোগ্য লোক নিয়োগ দেয়া হয়নি। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর আগের আমলেও এভাবেই দেয়া হয়েছিল। আর বিশ্ববিদ্যালয় জামায়াতীকরণ করা হচ্ছে এটা ঠিক নয়।'

আর্থিক অনিয়ম : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এরশাদুল বারীর বিরুদ্ধে জমি অধিগ্রহণ, নির্মাণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে দেখছে। প্রফেসর বারী অবশ্য এব অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন। বাউবির বিভিন্ন জেলায় জেলায় কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ, নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একনেক 'বাউবি অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্পে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে ২০০৩ সালে। কিন্তু উপাচার্যের দুর্নীতির কারণে প্রকল্পটির এক তৃতীয়াংশ কাজ হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় সভানেত্রী সেলিনা আক্তার জাহানের সঙ্গে ভিসি এরশাদুল বারী'র ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ এই ছবি

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এডহক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়টি জামায়াতীকরণ করা হয়েছে, এ বিষয় আমি তেমনি কিছু জানি না

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রকল্পটির একটি প্রধান বাধা হচ্ছে স্থানীয় কেন্দ্র ভবন নির্মাণ। মাটি ভরাট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বাবদ পিপিতে প্রত্যেকটি স্থানীয় কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫২ লাখ টাকা। কিন্তু ভিসি শরীয়তপুর, নাটোর, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, মেহেরপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী, পটুয়াখালী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জ- এই ১১টি স্থানীয় কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৭০ থেকে ৮০ লাখ টাকা হিসেবে কার্যাদেশ দেন। ১১টি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পিপিতে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৫ কোটি ৭৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা। অতিরিক্ত ১ কোটি টাকা কেন ব্যয় করলেন তার সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

একনেক অনুমোদিত কোনো প্রকল্পের অংশ অন্য খাতে বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী পিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পিপি সংশোধন করা হয়নি। এই অতিরিক্ত ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনেরও অনুমোদন নেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, এসব স্থানীয় কেন্দ্র নির্মাণকাজের জন্য কোনো দরপত্র আহ্বান করা হয়নি।

দরপত্র ছাড়াই ১৫% অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে আরো ১ কোটি টাকা ভিসির নির্বাহী আদেশে ব্যয় দেখানো হয়েছে। এর জন্য মন্ত্রণালয় ও বাউবির অর্থ কমিটি এবং বোর্ড অব গভর্নেসেরও অনুমোদন নেয়া হয়নি। বাউবির ট্রেজারার অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যাপারে অর্থ কমিটি ও বোর্ড অব গর্ভর্নেসের সভায় উপস্থাপন করার কথা বললেও উপাচার্য তা করতে রাজি হননি।

বাউবির এসব কেন্দ্র নির্মাণে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তার সবগুলোর মালিক ভিসির নিকটজন হিসেবে চিহ্নিত। মেসার্স নর্থ ওয়েস্ট ন্যাশনাল লিমিটেডের মালিক মাহমুদ উপাচার্যের ভাগ্নে, মেসার্স রিলায়েন্স বিল্ডার্স লিঃ ও মেসার্স রাবেয়া কন্সট্রোকশন লিমিটেডের কর্ণধার আমজাদ চৌধুরী তার শ্যালক ও বাল্যবন্ধু। মেসার্স আল হোসাইন ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের কর্ণধার মিলন তার ছাত্র ও ব্যবসায়িক সহযোগী।

উপাচার্যের জন্য গাড়ি বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব গ্রহণের ৬ মাসের মাথায় ২২ লাখ টাকা দিয়ে তিনি আরেকটি নতুন গাড়ি কেনেন, তার জন্য বরাদ্দ গাড়ি ব্যবহার করছে তার স্ত্রী। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গাড়ি উপাচার্যের বাড়ির জন্য ব্যবহার করা হয়। উপাচার্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪৫০ লিটার জ্বালানি খরচ। সম্প্রতি সিন্ডিকেটের মিটিংয়ে এ প্রথা তুলে দেয়া হয়। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় যথেচ্ছ তেল ব্যবহার করা হচ্ছে। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরাদ্দ বাসভবনে না থেকে গুলেশানে স্ত্রীর কেনা ফ্ল্যাটে থাকেন। যদিও এই ফ্ল্যাট নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। প্রতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসা ভাড়া বাবদ ৩৫ হাজার টাকা তুলে নেন। গুলশানের এই বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় কেনা হয়েছে ৩টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র।

৬৪ কোটি টাকার মিডিয়া সেন্টার

দূরশিক্ষণের মাধ্যমে বাউবির শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে স্থাপিত হয় মিডিয়া সেন্টার। ১৯৯৭ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় মিডিয়া সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ফর এইউকে লিমিটেডের সঙ্গে ঐ সময় বাউবি চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তি অনুসারে বাউবি 'ফর এইউকে লিঃ'-এর অনুকূলে '৯৭ সালের জুনে ৩৭, ৮৬, ৩৮০, ৮০ ব্রিটিশ পাউন্ড মূল্যের এলসি খোলে। যার তৎকালীন সিএন্ডএফ মূল্য দাঁড়ায় ২৪ কোটি ৫৫ লাখ ৪৭ হাজার ৫৪ টাকা। পরবর্তীতে কাস্টম ডিউটি, ভ্যাট পরিদর্শক ইত্যাদিসহ আমদানীকৃত ইকুইপমেন্টের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৬৪ কোটি টাকা। ফর এইউকে লিমিটেড চুক্তি অনুযায়ী ইকুইপমেন্ট সরবরাহ না করা সত্ত্বেও এলসির বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ তাদের পরিশোধ করা হয়।

তৎকালীন ভিসিসহ অনেকেই এসব অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এরশাদুল বারী দায়িত্ব গ্রহণের পর পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ফর এইউকে লিমিটেডের স্থানীয় এজেন্ট অ্যাডভা লিমিটেডের স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে গোপান চুক্তি করে সমঝোতার মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা ফেরত আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়টিকে ঘিরে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি রিপোর্ট দিলেও ভিসি তা গ্রহণ না করে নিজস্ব লোক দিয়ে তদন্ত করান বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ড. ফারুক কমিটির তদন্তের হিসাব মতে, প্রায় ২২ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি আদায় সম্ভব হয়নি, এমনকি লিকুইডিটি ড্যামেজও কর্তন করা হয়নি। উপরন্তু ওয়ারেন্টি মেয়াদ ফেরত দেয়া হয়।

টেন্ডার না করে ভুয়া কাজের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে কোটেশন সংগ্রহ করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এই অর্থ আত্মসাতের প্রধান সহযোগী জামায়াত নেতা জহুরুল ইসলাম, যিনি বাউবির টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটি ২-এর সভাপতি। তিনি যাদের কাজ দিয়েছেন ঠিকাদার হিসেবে, তাদের অধিকাংশ, ভুয়া বলে অভিযোগ রয়েছে। ভিসি এরশাদুরেল বাড়ির কাজের মিস্ত্রি আকমল। মিস্ত্রি কীভাবে টেন্ডার পেল এবং কাজ করল এটা কারো বোধগম্য নয়। ভুয়া টেন্ডারবাজির ক্ষেত্রে ভিসির প্রভাব ছিল বলে সংশ্লিষ্ট সবাই মনে করেন। অনেক জায়গায় টেন্ডারই হয়নি,

ক্রসচিহ্নিত বিএনপি নেতারা ভিসির আক্রোসের শিকার হয়েছেন

সেখানে টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটি-২ কীভাবে এসব অর্থ ব্যয়ের সুপারিশ করতে পারে এবং উপাচার্য তা অনুমোদন করতে পারে!

বাউবি শিক্ষামানের অবনতি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ক্রমেই নিম্নগামী হচ্ছে। প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে আসছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, কোটি টাকা খরচ করা হলেও দুটি প্রোগ্রামের বাইরে বেশি কিছু করা যায়নি। বাউবি ছাত্রদের শিক্ষার মান বোর্ডের ছাত্রদের শিক্ষার মানের সঙ্গে তুলনায় আসতে পারছে না। এখানে শিক্ষার মানের গতি নিম্নমুখী হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে, নিম্নমানের পাঠসামগ্রী- যথাসময়ে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠসামগ্রী না পৌঁছানো যথাসময়ে পরীক্ষা না হওয়া, পরীক্ষা হলেও ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা, সর্বোপরি অদক্ষ অযোগ্য আত্মীয়স্বজন নিয়োগ জামায়াতীকরণ ইত্যাদি। মূলত দক্ষ ব্যস্থাপনার অভাব, নানামুখী দুর্নীতির কারণে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত এসব প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তো বৃদ্ধি পায়ইনি বরং দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়টি মানতে নারাজ বর্তমান উপাচার্য। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বাউবির কার্যক্রম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সুশৃঙ্খল করার জন্য বর্তমানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণীত হয়েছে। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খল ছিল তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।'

বর্তমান ভিসির বিরুদ্ধে আরো অনেক রকম অভিযোগ আছে। আপ্যায়ন খরচ, অপ্রয়োজনে ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ, সরকারি অর্থ ও ব্যবস্থাপনায় ফ্যামিলি ট্যুর, অর্ধকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরোল নির্মাণে ত্রুটি, তাবেদার ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। আর এসব অভিযোগ যারা করছে তারাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী। অভিযোগকরীরা হলেন জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদ, বাউবির সভাপতি (এক সময়ের) মাশেকুর রহমান খান জিয়া পরিষদ বাউবি নেতা প্রকৌশলী মোঃ মঈনুদ্দিন মোঃ আখতার হোসেন, জিন্নাত ইকবাল, ড. আবুল বাশার, আবু তোহা, কামালউদ্দিন ভুঁইয়া, মাহফুজ উল আলী, রফিকুল ইসলাম, ফারুক আহমেদ ভুঁইয়া, আইয়ুব হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন পাইক, ঈদউদ্দিন মন্ডল, মুসা আজম, সাইফুল ইসলাম, সালাউদ্দিন ভুঁইয়া, নায়েব আলী, আবু তালেব, সাখাওয়াত হোসেন, জাকিরুল ইসলাম, আবু সাঈদ, একরামুল হক ভুঁইয়া, আব্দুল হামিদ, বাবুল মল্লিক, মোঃ আনিছুর রহমান প্রমুখ। এরা সবাই বর্তমান ভিসি কর্তৃক চাকরিচ্যুত, বরখাস্ত ও বদলিকৃত বলে চিহ্নিত।

এ প্রসঙ্গে ভিসি এরশাদুল বারী সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, চাকরিচ্যুত ও বরখাস্ত করা হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। আমি দলের পরিচয়কে বড় করে দেখি না, কাজের পরিচয় হলো বড়।

দ্বিতীয় মোয়াদে ভিসি হওয়ার প্রচেষ্টা

ভিসি পদে দ্বিতীয় মেয়াদে নিজের অবস্থান তৈরির জন্য নানা রকম প্রয়াস ও প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছেন, ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের নানা তথ্য ও দোহাই দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরসহ নানা প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে ধর্না দিচ্ছেন। এদিকে বিএনপির অপর গ্রুপ তৎপর ভিসি পদে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনে। এদিকে ভিসি নিজের বর্তমান অবস্থান ধরে রাখার জন্য আওয়ামী লীগের অংশকে হাত করতে পেরেছেন বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করলেন।

দেশের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগের জন্য বাউবি সৃষ্টি করা হয়েছিল। সৃষ্টি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিবাচক কিছু দিতে পারেনি। তবে এটা বন্ধ হয়ে যাক তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আবার রাজনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হোক এটাও কেউ চায় না। দুর্নীতি যে-ই করুক, সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষ তার বিচার হওয়া প্রয়োজন।